যাকাত
ও
ছাদাক্বা

মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

যাকাত ও ছাদাক্বা

প্রকাশক
হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
নওদাপাড়া (আম চত্বর)
বিমান বন্দর সড়ক, রাজশাহী-৬২০৩
হা.ফা.বা. প্রকাশনা- ১৫২
মোবাইল : ০১৭৭০-৮০০৯০০, ০১৮৩৫-৪২৩৪১০

الزكاة والصدقة

تأليف : الأستاذ الدكتور/محمد أسد الله الغالب

الأستاذ (المتقاعد) فى العربى، جامعة راجشاهى الحكومية

الناشر : حديث فاؤنديشن بنغلاديش

(مؤسسة الحديث بنغلاديش للطباعة والنشر)

১ম প্রকাশ
শা'বান ১৪৪৪ হি./ফাল্গুন ১৪২৯ বঙ্গাব্দ/মার্চ ২০২৩ খৃ.

॥ সর্বস্বত্ব প্রকাশকের ॥

মুদ্রণে
হাদীছ ফাউণ্ডেশন প্রেস, রাজশাহী

নির্ধারিত মূল্য
৮৫ (পঁচাশি) টাকা মাত্র

Zakat and Sadaqah (Compulsory Charity and non Compulsory Charity) by **Dr. Muhammad Asadullah Al-Ghalib.** Professor (Rtd) of Arabic, University of Rajshahi, Bangladesh. Published by : **HADEETH FOUNDATION BANGLADESH.** Nawdapara (Aam chattar), Airport road, Rajshahi, Bangladesh. Mob : 01770-800900. E-mail : tahreek@ymail.com. www.hadeethfoundationbd.com.

সূচীপত্র (المحتويات)

বিষয়	পৃষ্ঠা
লেখকের ভূমিকা	৬
যাকাত ও ছাদাক্বা	৯
যাকাত ও ছাদাক্বা বিধিবদ্ধ হওয়ার তাৎপর্য	১১
কর্যে হাসানা বা উত্তম ঋণ	১৩
যাকাত না দেওয়ার পরিণতি	১৫
কোন কোন সম্পদে যাকাত ফরয	১৯
(১) উৎপন্ন ফসলে	১৯
(২) স্বর্ণ-রৌপ্য ও সঞ্চিত অর্থে	২০
(৩) ব্যবসায়রত সম্পদের যাকাত	২৫
(৪) গবাদিপশুর যাকাত	২৬
যাকাত বণ্টনের খাত সমূহ	২৮
১. ফকীর	২৮
২. মিসকীন	২৮
৩. কর্মচারী	২৮
৪. মুওয়াল্লাফাতুল কুলূব	২৯
৫. দাসমুক্তি	২৯
৬. ঋণগ্রস্ত	৩০
৭. ফী সাবীলিল্লাহ	৩০
‘ফী সাবীলিল্লাহ’ বিভিন্ন অর্থে	৩১
(১) ‘সশস্ত্র জিহাদ’	৩১
(২) আল্লাহ্র কালেমাকে সমুন্নত করা	৩২
(৩) দ্বীনের খেদমতে রত ব্যক্তি	৩২
(৪) রক্তমূল্য প্রদান	৩৩

(৫) হজ্জের সফরে পাথেয়শূন্য ব্যক্তি ৩৩
(৬) জনকল্যাণ মূলক কাজে ব্যয় ৩৪
ফী সাবীলিল্লাহ শুধুমাত্র ‘জিহাদ’ অর্থে নয় ৩৭
৮. মুসাফির ৩৮
যাকাত কাদের জন্য নিষিদ্ধ ৪০
(১) কাফের, মুরতাদ ও ছালাত অস্বীকারকারী ৪০
(২) সচ্ছল ও সক্ষম ব্যক্তি ৪০
(৩) পিতা-মাতা ও স্ত্রী-সন্তান ৪৩
(৪) মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর পরিবার ৪৪
যে সব সম্পদে যাকাত নেই ৪৫
(১) নিজের ব্যবহৃত বাড়ী-গাড়ীতে ৪৫
(২) গুপ্তধনে ও খনিতে ৪৫
(৩) সমুদ্র সম্পদে ৪৬
শয়তান ছাদাক্বায় নিরুৎসাহিত করে ৪৬
যাকাত ও ছাদাক্বা কবুলের শর্ত ৪৭
(১) রিয়া ও শ্রুতিমুক্ত হওয়া ৪৭
(২) খোটা না দেওয়া ৫০
ছাদাক্বার কল্যাণকারিতা ৫১
(ক) ছাদাক্বার দুনিয়াবী কল্যাণকারিতা ৫১
(খ) ছাদাক্বার পরকালীন কল্যাণকারিতা ৫৯
উত্তম বস্তু দান করা ৬৭
দানের সূচনাকারীর মর্যাদা ৬৮
দানের প্রতিযোগিতা ৭০
প্রকাশ্য ও গোপন দান ৭২
আত্মীয়কে দানে দ্বিগুণ নেকী ৭৩
কোন সময়ের ছাদাক্বা উত্তম? ৭৩
ছাদাক্বা দানকারীর প্রতি দো‘আ ৭৪
বায়তুল মাল আত্মসাৎকারীর পরিণতি ৭৫

কয়েকটি শিক্ষণীয় ঘটনা ৭৯
(১) পতিতাকে মাফ করা হ'ল ৭৯
(২) বিড়ালকে বেঁধে রেখে মেরে ফেলায় জাহান্নামী হ'ল ৭৯
(৩) রাস্তা থেকে ডাল সরানোয় জান্নাতী হ'ল ৭৯
বিভিন্ন প্রকার ছাদাক্বা ৮০
(১) যাকাতুল ফিৎর ৮০
(২) মধুর যাকাত ৮৩
(৩) রামাযান মাসে ছাদাক্বা ৮৫
(৪) যিলহজ্জ মাসের ১ম দশকে ছাদাক্বা ৮৬
(৫) বৈঠকী দান ৮৬
(৬) ছাদাক্বায়ে জারিয়াহ ৮৭
(৭) বই বিতরণ ও ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কায়েম করা ৮৮
(৮) মানত ৮৯
(৯) ওয়াক্বফ ৯১
(১০) হেবা ৯৩
(১১) অছিয়ত ৯৪
(১২) হাদিয়া ৯৫
খেয়াল রাখা আবশ্যক ৯৬
বিবিধ মাসায়েল ৯৭
হীলা-র ফাঁদে ইসলামী অর্থনীতি ১০৩
দারিদ্র্য বিমোচনের উপায় সমূহ ১০৭
উপসংহার ১০৮

بسم الله الرحمن الرحيم

লেখকের ভূমিকা (مقدمة المؤلف)

আল্লাহ্র নিকট ছওয়াব লাভের দৃঢ় আশায় আল্লাহ্র পথে সকল প্রকার ঐচ্ছিক দানকে 'ছাদাক্বা' বলে। পারিভাষিক অর্থে সঞ্চিত ধন ও অন্যান্য সম্পদের 'নেছাব' পরিমাণ অংশের বাধ্যতামূলক দানকে 'যাকাত' বলে।

'যাকাত' (زَكَوٰةٌ) অর্থ পরিশুদ্ধ করা ও বৃদ্ধি পাওয়া এবং 'ছাদাক্বা' (صَدَقَةٌ) অর্থ দান করা। দু'টিরই লক্ষ্য আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জন করা। 'যাকাত' ও 'ছাদাক্বা' বিনিয়োগ হয়। ফলে সমাজে সম্পদ বৃদ্ধি পায় ও তার প্রবাহ ঘটে। পক্ষান্তরে সূদ কোন সম্পদ নয়। ঋণের আর্থিক বিনিময় মাত্র। যা শোষণ করে। পুনরায় ঋণ দিলে পুনরায় শোষণ করে। এমনকি ঋণের মেয়াদ শেষ হ'লে তার সূদ আসলের সঙ্গে যোগ হয়ে চক্রবৃদ্ধি হারে সূদ বাড়তেই থাকে। যা ঋণ গ্রহীতাকে রক্তহীন করে ফেলে। একসময় ক্রেতার অভাবে উৎপাদকের উৎপন্ন দ্রব্য গুদামজাত হয়ে পড়ে থাকে। ফলে ঋণদাতা ও ঋণগ্রহীতা উভয়ে নিঃস্ব হয়। এভাবে আর্থিক প্রবাহ বন্ধ হয়ে সমাজদেহ রক্তশূন্য হয়ে পড়ে। আর সেজন্যেই রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'সূদ যতই বৃদ্ধি পাক, এর পরিণতি হ'ল নিঃস্বতা'।[১] আল্লাহ বলেন, 'আল্লাহ সূদকে নিঃশেষ করেন ও ছাদাক্বায় প্রবৃদ্ধি দান করেন'।[২]

'প্রত্যেক ঋণ যা লাভ আনে, সেটাই সূদ'।[৩] এর বিপরীতে আখেরাতে বহুগুণ নেকী লাভের আশায় দুনিয়াবী লাভহীন ঋণকে 'কর্যে হাসানাহ' বলা

---

১. إِنَّ الرِّبَا وَإِنْ كَثُرَ فَإِنَّ عَاقِبَتَهُ تَصِيْرُ إِلَى قُلٍّ– আহমাদ হা/৩৭৫৪; ইবনু মাজাহ হা/২২৭৯; ছহীহুল জামে' হা/৫৫১৮; মিশকাত হা/২৮২৭ রাবী আব্দুল্লাহ বিন মাসঊদ (রাঃ)।

২. يَمْحَقُ اللهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ، বাক্বারাহ-মাদানী ২/২৭৬।

৩. عن أبي بن كعب وابن مسعود وابن عباس رضـــ ... نُهُوا عَنْ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً– আলবানী, ইরওয়াউল গালীল হা/১৩৯৭ সনদ ছহীহ; كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً فَهُوَ رِبًا বায়হাক্বী ৫/৫৭৩ হা/১০৯৩৩; ফাযালাহ বিন ওবায়েদ (রাঃ) হ'তে মওকূফ; যঈফুল জামে' হা/৪২৪৪।

হয়। যা ইসলামে অনুমোদিত। পৃথিবীর তাবৎ সূদী কারবার ঋণের বিনিময়ে লাভের ভিত্তিতে গড়ে উঠেছে। সে যুগের 'কাবুলীওয়ালা' ও 'দাদন ব্যবসায়ী'দের স্থলে এযুগে সূদভিত্তিক ব্যাংক ব্যবস্থা চালু হয়েছে। শতভাগ সূদবিহীন কোন ব্যাংক পৃথিবীতে নেই। ব্যাংক মালিকেরা 'মাছের তেলে মাছ ভাজা'র ন্যায় অন্যের সঞ্চিত ধনে অন্যকে কিছু মুনাফার বিনিময়ে ঋণ দিয়ে নিজেরা লাভবান হন। 'এমনকি যারা কেবল নিরাপত্তা ও সঞ্চয়ের জন্য ব্যাংকে টাকা রাখেন, তাদেরকে মুনাফার লেবাস পরিয়ে ব্যাংক সূদ নিতে প্ররোচিত করেন। এভাবে সামান্য লাভের টোপ দিয়ে সিংহভাগ মালিক পক্ষ ভোগ করেন'।[৪] অথচ যা হারাম, তার অল্পটাও হারাম বেশীটাও হারাম।[৫] মুসলিম রাষ্ট্র ও ব্যাংক মালিকদের উচিত ছিল ইসলামী নীতি অনুযায়ী 'মুশারাকা' বা 'মুযারাবা'র ভিত্তিতে ব্যাংক সমূহ পরিচালনা করা। কিন্তু সেটি বাস্তবে কোথাও নেই।[৬]

'আল্লাহ ব্যবসাকে হালাল করেছেন এবং সূদকে হারাম করেছেন'।[৭] কুরআনে সূদ হারামের উপর ৮টি আয়াত নাযিল হয়েছে।[৮] অথচ বান্দা সূদকে হালাল করেছে ও ব্যবসাকে সূদযুক্ত করেছে। প্রদত্ত ঋণের অতিরিক্ত যেটাই নেওয়া হবে, সেটাই হবে আল্লাহ্র বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার শামিল।[৯] মক্কার আবু জাহলরা ব্যবসা ও সূদের পার্থক্য বুঝেনি। এযুগের সূদী কারবারীরাও সেটা বুঝেনা। অথচ এটি এত ঘৃণিত যে, জমি চাষের সময়

---

৪. শাহ মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান, ইসলামী অর্থনীতি : নির্বাচিত প্রবন্ধ (২য় সংস্করণ ২০০০) ৭৩ পৃ.। উল্লেখ্য যে, ১৯৮৩ সালের ১৩ই মার্চ ঢাকায় ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠার পর রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের সাবেক এই প্রফেসর ১৯৮৪ থেকে একবছর বাদে ২০০৭ পর্যন্ত ২৩ বছর ইসলামী ব্যাংক শরী'আহ বোর্ডের সদস্য ছিলেন *(ঐ, বক্তব্য ০৪.০৩.২০২৩ ইং)*।

৫. যেমন মদ সম্পর্কে রাসূল (ছাঃ) বলেন, مَا أَسْكَرَ كَثِيْرُهُ فَقَلِيْلُهُ حَرَامٌ– 'যার বেশীটা মাদকতা আনে, তার অল্পটাও হারাম' *(আবুদাঊদ হা/৩৬৮১; তিরমিযী হা/১৮৬৫; মিশকাত হা/৩৬৪৫ 'দণ্ডবিধি সমূহ' অধ্যায়, রাবী জাবের (রাঃ)*। আর সম্পদের লোভ মদের আসক্তির চাইতে বেশী।

৬. বিস্তারিত দ্র. লেখক প্রণীত ও হাফাবা প্রকাশিত 'বায়'এ মুআজ্জাল' বই।

৭. قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، বাক্বারাহ-মাদানী ২/২৭৫।

৮. যেমন সূরা বাক্বারাহ ২৭৫, ২৭৬, ২৭৮, ২৭৯, ২৮০ এবং আলে ইমরান ৩/১৩০, নিসা ৪/১৬১ ও রূম ৩০/৩৯; মোট ৮টি।

৯. يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَآ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ– فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللهِ وَرَسُولِهِ، وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ– বাক্বারাহ-মাদানী ২/২৭৮-২৭৯।

লাঙ্গলের ফালের আঘাতে গরুর পায়ের যখমের পোকাগুলিও স্থানীয় কোন প্রসিদ্ধ সূদখোরের নামে দূর থেকে ফুঁক দিলেও তা বেরিয়ে যায় এবং গরু সুস্থ হয়। এযুগেও তেমনি সূদী প্রথা বন্ধ হ'লে পৃথিবী সুস্থ হবে।

সূদ আজ বিশ্বকে হিংস্র অক্টোপাসের মত গ্রাস করেছে। যা বিশ্ব মানবতাকে আষ্টে-পৃষ্ঠে বেঁধে ফেলেছে। এর বিরুদ্ধেই ইসলামের যুগান্তকারী বিধান হ'ল যাকাত ও ছাদাক্বা ভিত্তিক অর্থব্যবস্থা। যা মানবতার রক্ষা কবচ।

বইটি প্রকাশে 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ'-এর গবেষণা বিভাগের সংশ্লিষ্ট ও সহযোগী সকলকে আন্তরিক মুবারকবাদ জানাচ্ছি। সেই সাথে দীন লেখকের ও তার মরহূম পিতা-মাতা, পরিবারবর্গ ও সন্তান-সন্ততির জন্য অত্র লেখনী পরকালীন নাজাতের অসীলা হৌক, এই প্রার্থনা করছি- আমীন!

নওদাপাড়া, রাজশাহী বিনীত

৯ই মার্চ ২০২৩ বৃহস্পতিবার। -লেখক।

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلي يوم الدين وبعد :

যাকাত ও ছাদাক্বা (الزكاة والصدقة)

'যাকাত' ইসলামের পঞ্চস্তম্ভের অন্যতম।[১০] ছালাতের পরেই যাকাতের স্থান। পবিত্র কুরআনের ৮২টি আয়াতে ছালাতের সাথে যাকাত আদায়ের নির্দেশনা এসেছে *(ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/৩২৭)*। একইভাবে ৩২টি স্থানে 'যাকাত' ও ১২টি স্থানে 'ছাদাক্বা' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে *(আল-মু'জাম)*। আল্লাহ বলেন, خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا، 'তুমি তাদের সম্পদ থেকে যাকাত গ্রহণ কর। যা দ্বারা তুমি তাদের পবিত্র করবে ও পরিশুদ্ধ করবে' *(তওবা-মাদানী ৯/১০৩)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, وَالصَّدَقَةُ بُرْهَانٌ، 'ছাদাক্বা হ'ল দলীল'।[১১] অর্থাৎ এটি তার বিশুদ্ধ ঈমানের দলীল *(মির'আত)*।

যে ব্যক্তি যাকাতের ফরযিয়াতকে অস্বীকার করে, সে ইসলাম থেকে খারিজ। আর যে ব্যক্তি অবহেলাবশে যাকাত দেয় না, সে 'ফাসেক'। অতঃপর যে ব্যক্তি সঠিক হিসাব করে যাকাত দেয় না। বরং যৎসামান্য দিয়েই দায় এড়াতে চায় অথবা হিসাবের চেয়ে বেশী দিয়েছি বলে আত্মপ্রসাদ লাভ করে, সে 'কৃপণ'। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'একজন বান্দার হৃদয়ে কৃপণতা ও ঈমান কখনো একত্রিত হ'তে পারেনা'।[১২] আল্লাহ বলেন, 'যারা হৃদয়ের কার্পণ্য হ'তে মুক্ত, তারাই সফলকাম'।[১৩]

---

১০. বুখারী হা/৮; মুসলিম হা/১৬; মিশকাত হা/৪ 'ঈমান' অধ্যায়, রাবী আব্দুল্লাহ বিন ওমর (রাঃ)।
১১. মুসলিম হা/২২৩; মিশকাত হা/২৮১ রাবী আবু মালেক আশ'আরী (রাঃ)।
১২. وَلاَ يَجْتَمِعُ الشُّحُّ وَالْإِيمَانُ فِي قَلْبِ عَبْدٍ أَبَدًا– নাসাঈ হা/৩১১০, ৩১১৪; মিশকাত হা/৩৮২৮ রাবী আবু হুরায়রা (রাঃ)।
১৩. وَمَنْ يُّوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ– তাগাবুন-মাদানী ৬৪/১৬।

যাকাত মাক্কী জীবনে ফরয হয়। কিন্তু তার নেছাব নির্ধারিত হয় মাদানী জীবনে ২য় হিজরীতে *(ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/৩২৮)*। মাক্কী ও মাদানী উভয় জীবনে একই ভাষায় আল্লাহ বলেছেন, وَأَقِيمُوا الصَّلاَةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللهِ، 'তোমরা ছালাত কায়েম কর ও যাকাত আদায় কর। আর তোমরা নিজেদের জন্য যেসব সৎকর্ম অগ্রিম প্রেরণ কর, তা তোমরা আল্লাহ্র নিকটে পাবে' *(মুযযাম্মিল-মাক্কী ৭৩/২০; বাক্বারাহ-মাদানী ২/১১০)*।

ইবাদত ৩ প্রকার। কথা ও কলমের ইবাদত, দৈহিক ইবাদত ও আর্থিক ইবাদত। ছালাতের বৈঠকে আমরা যে তাশাহহুদ পাঠ করি, সেখানে বলে থাকি, اَلتَّحِيَّاتُ لِلهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ، 'যাবতীয় সম্মান, যাবতীয় উপাসনা ও যাবতীয় পবিত্র বিষয় আল্লাহ্র জন্য'। অর্থাৎ দো'আ ও আল্লাহ্র গুণগানের মাধ্যমে মৌখিক ইবাদত; ছালাত-ছিয়াম ইত্যাদির মাধ্যমে দৈহিক ইবাদত এবং যাকাত ও ছাদাক্বার মাধ্যমে আর্থিক ইবাদত। এ তিনটির মধ্যে আর্থিক ইবাদত সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, جَعَلَ اللهُ لَكُمْ قِيَامًا، 'আল্লাহ ধন-সম্পদকে তোমাদের জন্য জীবিকার অবলম্বন হিসাবে নির্ধারণ করেছেন' *(নিসা-মাদানী ৪/৫)*। যা সমাজদেহকে সতেজ ও সমৃদ্ধ রাখে।

আল্লাহ বলেন, فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاَةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَّعْلَمُونَ– 'অতঃপর যদি ওরা তওবা করে এবং ছালাত কায়েম করে ও যাকাত আদায় করে, তাহ'লে ওরা তোমাদের দ্বীনী ভাই। আর আমরা জ্ঞানী লোকদের জন্য আয়াতসমূহ বিশদভাবে ব্যাখ্যা করে থাকি' *(তওবা-মাদানী ৯/১১)*। এর দ্বারা বুঝা যায় যে, যাকাতকে অস্বীকার করলে সে ইসলাম থেকে খারিজ হয়ে যাবে যদি না সে তওবা করে। সেকারণেই ১ম খলীফা (১১-১৩ হি.) হযরত আবুবকর (রাঃ) যাকাত জমা দানে অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন وَاللهِ لأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلاَةِ وَالزَّكَاةِ، 'আল্লাহ্র কসম, আমি অবশ্যই যুদ্ধ করব তাদের বিরুদ্ধে, যারা ছালাত ও যাকাতের মধ্যে

পার্থক্য করে'।[১৪] এতে ওমর (রাঃ) সহ সকল ছাহাবী একমত হন, যা 'ইজমায়ে ছাহাবা' হিসাবে গণ্য।

এতে বুঝা যায় যে, স্ব স্ব এলাকায় বায়তুল মাল জমা ও বণ্টনের পর একটা অংশ অবশ্যই রাষ্ট্র বা কোন বিশ্বস্ত ইসলামী সংগঠন ও সংস্থার কেন্দ্রীয় বায়তুল মাল তহবিলে জমা দিতে হবে।

যাকাত ও ছাদাক্বা বিধিবদ্ধ হওয়ার তাৎপর্য

(حقيقة لزومية الزكاة والصدقة)

ছাহাবী মু'আয বিন জাবাল (রাঃ)-কে ইয়ামনের গভর্ণর করে পাঠানোর সময় সওয়ারীতে আরোহী মু'আযের সাথে পায়ে হেঁটে চলতে চলতে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, হে মু'আয! সম্ভবতঃ পরের বছর তুমি আর এখানে আমার সাক্ষাৎ পাবে না। তখন তুমি আমার মসজিদ ও আমার কবরের মধ্য দিয়ে চলবে। এ কথা শুনে মু'আয কাঁদতে লাগলেন। অতঃপর রাসূল (ছাঃ) বললেন, হে মু'আয! 'তুমি যাচ্ছ আহলে কিতাবদের নিকট। তুমি তাদেরকে প্রথমে কালেমায়ে শাহাদাতের দাওয়াত দাও। সেটা মেনে নিলে তুমি তাদেরকে জানিয়ে দাও যে, আল্লাহ তোমাদের উপর দিনে ও রাতে পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত ফরয করেছেন। যদি তারা সেটা মেনে নেয়, তাহ'লে তাদের জানিয়ে দাও যে, আল্লাহ তোমাদের উপর ছাদাক্বা (যাকাত) ফরয করেছেন। যা তাদের ধনীদের নিকট থেকে নেওয়া হবে এবং তাদের অভাবীদের নিকট ফিরিয়ে দেওয়া হবে। সাবধান! তাদের উত্তম মাল সমূহ থেকে বিরত থাক এবং মযলূমের দো'আ থেকে বাঁচো। কেননা মযলূমের দো'আ ও আল্লাহ্র মাঝে কোন পর্দা নেই' (অর্থাৎ তা সঙ্গে সঙ্গে কবুল হয়ে যায়)। অতঃপর রাসূল (ছাঃ) (কান্না চেপে) মদীনার দিকে মুখ ফিরিয়ে বললেন,–إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِيَ الْمُتَّقُونَ، مَنْ كَانُوا وَحَيْثُ كَانُوا 'নিশ্চয়ই আমার নিকট ঐ লোকেরাই উত্তম, যারা আল্লাহভীরু। তারা যে-ই হৌক বা তারা যেখানেই থাকুক'![১৫] অর্থাৎ হে মু'আয! তুমি ইয়ামনে থাক, আর

১৪. বুখারী হা/১৪০০; মুসলিম হা/২০; মিশকাত হা/১৭৯০ রাবী আবু হুরায়রা (রাঃ)।

১৫. বুখারী হা/১৪৯৬; মুসলিম হা/১৯; মিশকাত হা/১৭৭২, 'যাকাত' অধ্যায়, রাবী আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ); মির'আত হা/১৭৮৭ হাদীছের ব্যাখ্যা; মিশকাত হা/৫২২৭ 'রিক্বাক্ব' অধ্যায়, রাবী মু'আয বিন জাবাল (রাঃ)।

যেখানেই থাক ক্বিয়ামতের দিন আমরা সবাই একত্রিত হব এবং সেদিন আমার শাফা'আতের হকদার হবে কেবল মুত্তাক্বীগণ' *(মিরক্বাত)*।

(১) এটি কৃপণতার কলুষ থেকে মুমিনকে পবিত্র করে। যেমন আল্লাহ বলেন, خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاَتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ وَاللهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ– 'তুমি তাদের সম্পদ থেকে যাকাত তাও। যা দ্বারা তুমি তাদের পবিত্র করবে ও পরিশুদ্ধ করবে। আর তাদের জন্য তুমি দো'আ কর। নিশ্চয়ই তোমার দো'আ তাদের জন্য প্রশান্তি স্বরূপ। আল্লাহ সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞাতা' *(তওবা-মাদানী ৯/১০৩)*।

(২) যাকাত দারিদ্র্য বিমোচন করে। আল্লাহ বলেন, مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِّائَةُ حَبَّةٍ، وَاللهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَّشَآءُ وَاللهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ– 'যারা আল্লাহ্র পথে নিজেদের ধন-সম্পদ ব্যয় করে, তাদের উপমা একটি শস্য বীজের ন্যায়। যা থেকে সাতটি শিষ জন্ম নেয়। প্রতিটি শিষে একশ'টি দানা হয়। আর আল্লাহ যার জন্য চান বহুগুণ বৃদ্ধি করে দেন। বস্তুতঃ আল্লাহ প্রাচুর্য দানকারী ও সর্বজ্ঞ' *(বাক্বারাহ-মাদানী ২/২৬১)*।

(৩) এটি ধনীদের সম্পদে গরীবের হক। এই হক আদায় না করলে ধনিক শ্রেণী আল্লাহ্র নিকট দায়ী হবে। আল্লাহ বলেন, وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّآئِلِ وَالْمَحْرُومِ– 'আর তাদের ধন-সম্পদে প্রার্থী ও বঞ্চিতদের জন্য হক রয়েছে'।[১৬] এটি 'হক' হিসাবেই হকদারকে প্রদান করতে হবে এবং হকদারগণ এটা দাবী করায় হীনতা বোধ করবে না।

(৪) এটির কারণে মুসলিম কখনো নিজেকে অসহায় ভাবেনা।

(৫) এটি সমাজ ও রাষ্ট্রের আর্থিক ভিতকে মযবুত রাখে। আল্লাহ বলেন, الَّذِينَ إِنْ مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلاَةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا

১৬. যারিয়াত-মাক্কী ৫১/১৯; মা'আরেজ-মাক্কী ৭০/২৪-২৫।

بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ– ‘তারা এমন লোক, যাদেরকে আমরা যদি পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা দান করি, তাহ’লে তারা ছালাত কায়েম করে, যাকাত আদায় করে, সৎকাজের আদেশ দেয় ও অসৎকাজে নিষেধ করে। বস্তুতঃ সকল কাজের পরিণাম আল্লাহ্র এখতিয়ারাধীন’ *(হজ্জ-মাদানী ২২/৪১)*।

তাই রাষ্ট্রীয় তহবিল ছাড়াও মুমিনের সমাজে ও সংগঠনে বায়তুল মাল ফাণ্ড থাকবে। যেখান থেকে মুমিন বিপদ কালে সাহায্য পাবে। এর মাধ্যমে ইসলামী সমাজে যাকাত ও ছাদাক্বা বিধিবদ্ধ হওয়ার তাৎপর্য স্পষ্টভাবে বুঝানো হয়েছে।

কর্যে হাসানা বা উত্তম ঋণ (القرض الحسن)

যাকাত ও ছাদাক্বা হ’ল আল্লাহকে দেওয়া কর্যে হাসানা বা উত্তম ঋণ। যা বহুগুণ বেশী ফেরৎ পাওয়া যাবে। যেমন,

(১) ইসলামের শুরুতেই মাক্কী জীবনে আল্লাহ বলেছেন, وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللهَ قَرْضًا حَسَنًا، وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللهِ، هُوَ خَيْرًا وَّأَعْظَمَ أَجْرًا، وَاسْتَغْفِرُوا اللهَ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ– ‘আর তোমরা ছালাত কায়েম কর ও যাকাত আদায় কর এবং আল্লাহকে উত্তম ঋণ দাও। বস্তুতঃ তোমরা নিজেদের জন্য যতটুকু সৎকর্ম অগ্রিম পাঠাবে, তোমরা তা আল্লাহ্র নিকটে পাবে। সেটাই হ’ল উত্তম ও মহান পুরস্কার। আর তোমরা আল্লাহ্র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর। নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়াবান’ *(মুয্যাম্মিল-মাক্কী ৭৩/২০)*।

অতঃপর ইসলামের শেষ দিকেও মাদানী জীবনে আল্লাহ বলেন, مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً، وَاللهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ– ‘কোন সে ব্যক্তি যে আল্লাহকে উত্তম ঋণ দিবে, অতঃপর তিনি

তার বিনিময়ে তাকে বহুগুণ বেশী প্রদান করবেন। বস্তুতঃ আল্লাহই রূযী সংকুচিত করেন ও প্রশস্ত করেন। আর তাঁরই দিকে তোমরা ফিরে যাবে' *(বাক্বারাহ-মাদানী ২/২৪৫)*।

(২) আল্লাহ বলেন, مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ– 'কে আছে যে আল্লাহকে উত্তম ঋণ দিবে? অতঃপর সেজন্য তিনি তাকে বহুগুণ বেশী দিবেন এবং তার জন্য রয়েছে উত্তম পুরস্কার?'*(হাদীদ-মাদানী ৫৭/১১)*। তিনি আরও বলেন, إِنَّ الْمُصَّدِّقِينَ وَالْمُصَّدِّقَاتِ وَأَقْرَضُوا اللهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ– 'নিশ্চয় দানশীল পুরুষ ও দানশীল নারী এবং যারা আল্লাহকে উত্তম ঋণ দেয়, তাদেরকে দেওয়া হবে বহুগুণ বেশী। আর তাদের জন্য রয়েছে সম্মানজনক পুরস্কার' *(হাদীদ-মাদানী ৫৭/১৮)*।

(৩) আল্লাহ বলেন, إِنْ تُقْرِضُوا اللهَ قَرْضًا حَسَنًا، يُضَاعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ– 'যদি তোমরা আল্লাহকে উত্তম ঋণ দাও, তাহ'লে তিনি তোমাদের জন্য সেটি বহুগুণ বৃদ্ধি করে দিবেন ও তোমাদের ক্ষমা করবেন। বস্তুতঃ আল্লাহ গুণগ্রাহী ও সহনশীল' *(তাগাবুন-মাদানী ৬৪/১৭)*।

আল্লাহকে উত্তম ঋণ দানের জন্য মাক্কী ও মাদানী সকল সূরায় বান্দাকে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। অতএব মুমিনের কর্তব্য হবে, সর্বাবস্থায় সাধ্যমত আল্লাহকে উত্তম ঋণ দেওয়া এবং কোনরূপ রিয়া ও শ্রুতি ছাড়াই আল্লাহ্র নিকটে উত্তম বিনিময় পাওয়ার দৃঢ় প্রত্যাশায় ছাদাক্বা করা।

যাকাত না দেওয়ার পরিণতি
(عقوبة عدم دفع الزكاة)

(১) আল্লাহ বলেন, وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ- يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ- ‘যারা স্বর্ণ ও রৌপ্য সঞ্চয় করে, অথচ তা আল্লাহ্র পথে ব্যয় করে না, তাদেরকে তুমি যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির সুসংবাদ দাও’। ‘যেদিন সেগুলিকে জাহান্নামের আগুনে উত্তপ্ত করা হবে। অতঃপর তা দ্বারা তাদের ললাট, পার্শ্বদেশ ও পৃষ্ঠদেশে দাগানো হবে, (আর বলা হবে) এগুলি হ’ল সেইসব স্বর্ণ-রৌপ্য, যা তোমরা নিজেদের জন্য সঞ্চয় করেছিলে। এক্ষণে তোমরা যা সঞ্চিত রেখেছিলে তার স্বাদ আস্বাদন কর’ *(তওবা-মাদানী ৯/৩৪-৩৫)*।

(২) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, مَنْ آتَاهُ اللهُ مَالاً فَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهُ مُثِّلَ لَهُ مَالُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ لَهُ زَبِيْبَتَانِ يُطَوَّقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ثُمَّ يَأْخُذُ بِلِهْزِمَتَيْهِ يَعْنِي شِدْقَيْهِ ثُمَّ يَقُوْلُ أَنَا مَالُكَ، أَنَا كَنْزُكَ ثُمَّ تَلاَ : وَلاَ يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُوْنَ، رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ- ‘যাকে আল্লাহ সম্পদ দান করেছেন, অথচ সে এর যাকাত আদায় করেনি, ক্বিয়ামতের দিন তার সম্পদকে টেকো মাথার বিষধর সাপের আকৃতি দান করে তার গলায় বেড়ী পরানো হবে। সাপটি তার দুই চোয়াল চেপে ধরে বলবে, আমি তোমার সম্পদ, আমি তোমার সঞ্চিত ধন। অতঃপর তিনি সূরা আলে ইমরান ১৮০ আয়াতটি তেলাওয়াত করেন’।[১৭] যেখানে আল্লাহ বলেন, وَلاَ يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ

১৭. বুখারী হা/১৪০৩; মিশকাত হা/১৭৭৪ ‘যাকাত’ অধ্যায়, রাবী আবু হুরায়রা (রাঃ)। ‘টেকো মাথা বিশিষ্ট’ বলার মাধ্যমে সাপটির প্রচণ্ড বিষধর হওয়া বুঝানো হয়েছে। বিষের প্রভাবে এবং বয়স্ক হওয়ার কারণে যার মাথা টেকো হয়ে গেছে *(মিরক্বাত)*।